6-6-58
কালামাটি

তারা বর্মনের প্রযোজনায়
টাস্ ফিল্মসের দ্বিতীয় নিবেদন

# কালামাটি

পরিচালনা: তপন সিংহ • সঙ্গীত: রবিশঙ্কর

সর্বাধ্যক্ষ : শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান :
'জীবন যখন শুকায়ে যায়'

কাহিনী : … রমাপদ চৌধুরী
চিত্রনাট্য : … পীযূষ বসু
গীতিকার : … শ্যামল গুপ্ত
চিত্র-শিল্পী : অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দেশক : সুনীতি মিত্র
সম্পাদনা : … সুবোধ রায়
রূপসজ্জা : প্রাণানন্দ গোস্বামী
পটশিল্পী : … কবি দাশগুপ্ত
সাজ-সজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
স্থির চিত্র : … নিতাই ঘোষ

রবীন্দ্রসঙ্গীত তত্ত্বাবধান : অরবিন্দ বিশ্বাস
শব্দ-যন্ত্রী : অবনী চট্টোপাধ্যায় (বহির্দৃশ্য)
অতুল চট্টোপাধ্যায় (অন্তর্দৃশ্য)
দুর্গাদাস মিত্র (আবহ সঙ্গীতানু-
লেখন ও পুনর্শব্দযোজনা)
ব্যবস্থাপনা : শ্যামল চক্রবর্ত্তী ও চুনী বর্মণ
পরিচয় লিখন : … দিগেন ষ্টুডিও
আউটডোর শ্যুটিং ক্যাম্প
তত্ত্বাবধান : ননী ভরদ্বাজ
ও বুড়ো বর্মণ

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

**● একমাত্র পরিবেশক : টাস্ পিক্‌চার্স ●**

## ≡ যন্ত্র সঙ্গীতে ≡

রবিশঙ্কর, দক্ষিণামোহন ঠাকুর, আশীষকুমার, অলোক দে, গোপাল গোস্বামী, নীরোদ বন্দোঃ, অনিল দত্ত, এন্. সি. বড়াল, রবীন মজুমদার, রবি পাল, দিলীপ রায়, মদন শেঠ, শ্যামল বসু, নির্মল বিশ্বাস, ফণী ভট্টাচার্য্য, এ. লাহা ও উৎপল দে

## ≡ কণ্ঠ সঙ্গীতে ≡

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, সুকুমার মিত্র, শৈলেন মুখোঃ, সাগর সেন, দ্বিজেন ঘোষ, শীলা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, কল্পনা দে, শঙ্করী চৌধুরী, বাণী দাসগুপ্তা ও তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়

অন্তর্দৃশ্য চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও ১ নং ও ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
বহির্দৃশ্য : ভয়েস অফ্ ইণ্ডিয়ার গোমকেলী ও
অন্তর্দৃশ্য : ষ্টানসিল হফম্যান শব্দযন্ত্রে গৃহীত

**চিনাকুড়ি কয়লাখনি দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের আত্মার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত**

## ◎ সহকারীবৃন্দ ◎

পরিচালনায় : পীযূষ বসু, বলাই সেন ও গোষ্ঠ ঘো
চিত্র-শিল্পে : মণীশ দাশগুপ্ত, অমূল্য দত্ত ও শঙ্কর গুহ
শিল্প নির্দেশে : প্রসাদ মিত্র :: সম্পাদনায় : মিহির ঘোষ
রূপ সজ্জায় : বিজয় নন্দন, ভীম নস্কর, ও সতোন ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় : পরেশ বসাক :: সঙ্গীতে : অলোক দে
আউটডোর শ্যুটিং ক্যাম্প তত্ত্বাবধানে : জ্যোতি ধর
শব্দ-গ্রহণে : সুজিত সরকার (অন্তর্দৃশ্য),
কে, কুমারণ (বহির্দৃশ্য)
আলোক সম্পাতে : কেনারাম হালদার ও দুলাল শীল
মৃৎ শিল্পে : প্রহ্লাদ পাল :: পট শিল্পে : রবি দাশগুপ্ত
ব্যবস্থাপনায় : বিশু দাশগুপ্ত, রাখাল, শান্তি ও বিজয়

বিজন রায়ের তত্ত্বাবধানে
ফিল্ম সার্ভিসেস রসায়নাগারে পরিস্ফুটিত

# • কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

বি. এন. মণ্ডল এণ্ড কোং

( মণ্ডল্‌স সাঁকতোড়িয়া কোলিয়ারী,
দিশেরগড়, আসানসোল )

বৈদ্যনাথ মণ্ডল, এম.এল.এ. • হরিসাধন মণ্ডল
মথুরচন্দ্র মণ্ডল • দক্ষিণেশ্বর মণ্ডল

দামোদর কোল কোম্পানী

( দামোদা কোলিয়ারী, রাণীগঞ্জ )

শ্রী.গোপাল গোয়েঙ্কা • হরিপ্রসাদ গোয়েঙ্কা
তেজপ্রকাশ চামড়িয়া • গোকুলচন্দ্র চক্রবর্তী

মাইনস্ রেস্‌কিউ ষ্টেশন,
সীতারামপুর

সেণ্ট পিটার্স চার্চ্চ, বেহালা

মহেন্দ্র দত্ত ( ছাতা )

## গল্পাংশ

এই কালামাটির জগৎ এক বিচিত্র পৃথিবী !

ভোরের সিটি বাজলেই দল বেঁধে, সুরে সুর মিলিয়ে খাদে আসে কুলি-কামিনের দল। কালো-মাটির কালো-কালো মানুষ —কোলে-পিঠে তাদের বাচ্চা ছেলে মেয়ে। আশ্চর্য্য এই কুলি-কামিন-

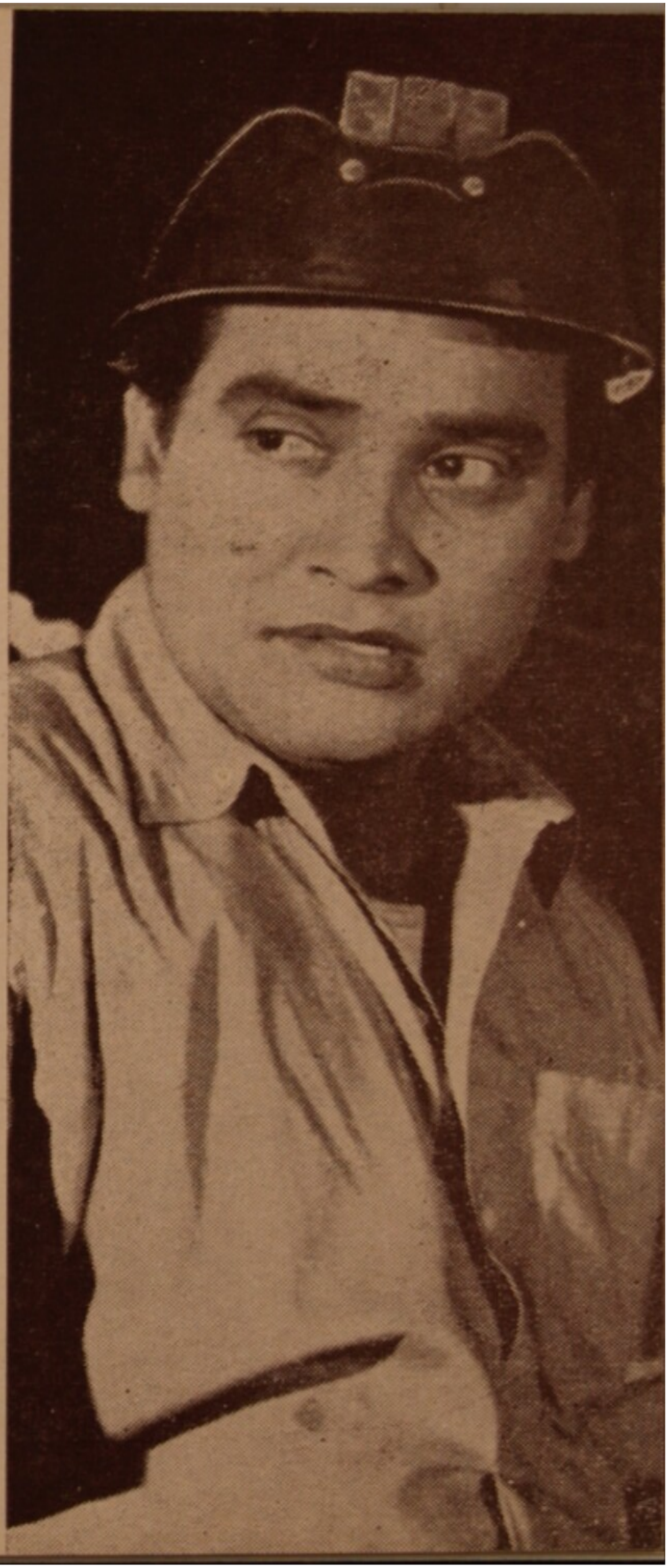

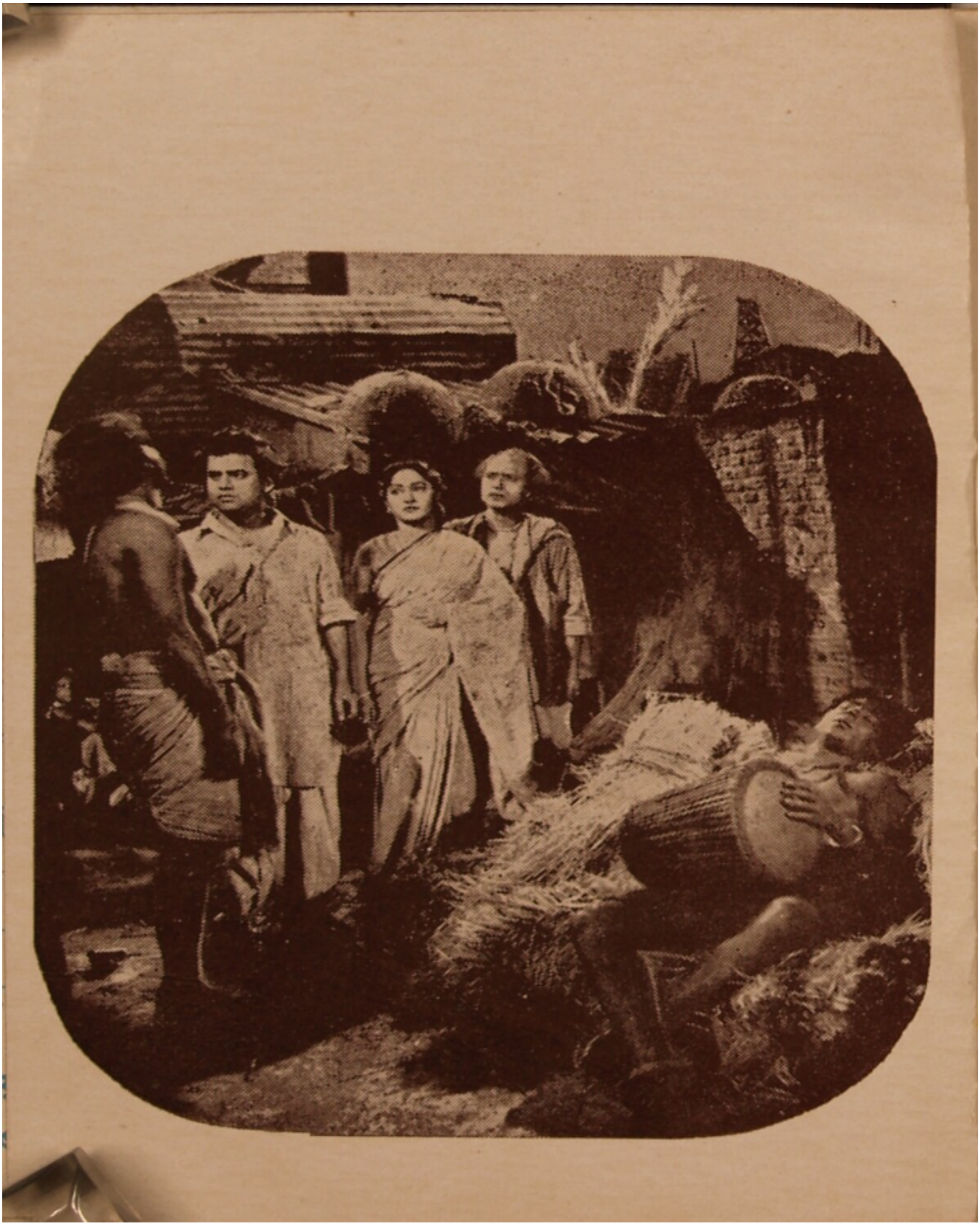

গুলো! বাচ্চাগুলো ধূলোয়-কাদায় গড়াগড়ি দেয়—খিদেয় ট্যা ট্যা করে, অথচ ওরা মেতে থাকে কাজ আর গান নিয়ে। হঠাৎ হয়তো একদিন একটা বাচ্চা বাকেট চাপা পড়ে। মা-বাবা বুক ফাটিয়ে কাঁদে খানিকটা। তারপর আবার সুরু হয় কাজ, আবার শোনা যায় গান।

কোলিয়ারী জগতের এই গ্লানি মুছে দেওয়ার জন্যই তৈরী হ'ল বেবী-ক্রেশ। কামিনরা যখন খাদে যাবে, কোলের বাচ্চা-দের রেখে যাবে এখানে। ওয়েল-ফেয়ার অফিসার জ্যোতির্ময়ের ওপর বেবী-ক্রেশ গড়ে তোলার এবং দেখা-শোনা করার ভার পড়লো।

আর বাচ্চাগুলোর ভার নেওয়ার জন্য এলো অনুপমা রায়। এলো এই ঝরা পাতার অরণ্যে। শুধু সবুজের শোভা নিয়ে

নয়, লাল ফাগুনের আগুন ছড়িয়ে। সঙ্গে তার প্যারালিসিসে অবশ-অঙ্গ স্বামী আর যুঁই ফুটফুটে মেয়ে মুন্নু।

প্রথম দর্শনেই ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জির সঙ্গে মুন্নুর আলাপ জমে ওঠে। আর কোলিয়ারির ক্লার্ক নির্মলের সঙ্গে অনুপমার গ'ড়ে ওঠে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক।

অনুপমার সুন্দর ছোট্ট অথচ ভাঙ্গা সংসারের ছবি দেখে য়্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজারের মন ভরে ওঠে ;— অনুপমার দুঃখে অনুকম্পা আসে না, জাগে শ্রদ্ধা। নিজের ব্যর্থ গার্হস্থ্য জীবনের দিকে তাকিয়ে, পৃথিবীতে পাবার মত কত জিনিষ আছে তাই ভাবতে থাকে সে।

অনেক আশা নিয়ে এলো অনুপমা। কিন্তু বাদ সাধলো কুলি-কামিনের দল। নতুন কিছু নিয়ম হলেই বড় সন্দেহ তাদের। তাই ছেলে মেয়ে রাখতে চাইলো না তারা বেবী-ক্রেশে।

কিন্তু প্রাণে প্রাণে যেখানে যোগাযোগ, সেখানে ভুল বোঝার অবকাশ কোথায়! অনুপমার ছোট্ট মেয়ে মুন্নু আপনা থেকেই গিয়ে মিশে গেল মতি সর্দ্দারের মা-মরা মেয়ে রুণিয়ার সঙ্গে, কালো-কুলো বাচ্চাগুলোর সঙ্গে, আর তারই পেছনে পেছনে সবাইএসে ঢুকলো বেবী-ক্রেশে।

বেবী-ক্রেশের কাজে অনুপমাকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত হ'ল ওঁরাওদের খিষ্টানী মেয়ে মরিয়ম। তাকে ভালবাসে সোমরা। স্বাস্থ্যবান চেহারা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে। কিন্তু ওদের বিয়েতে বাধা দেয় সোমরার মাতাল মামা, কারণ মরিয়ম খ্রীষ্টান।

কোলিয়ারীর কাজ চলে, ডিনামাইট ফাটে! একদিন এমনি এক ব্লাষ্টিঙের সময় মারা গেল

মতি। মা ছিল না, এবার বাপকেও হারালো রুণিয়া। অনুপমা কোলে তুলে নিলো রুণিয়াকে। মুন্নুকে যদি মানুষ করতে পারে তো রুণিয়াকেও পারবে।

ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জী, জ্যোতির্ময়, নির্মল সকলের সঙ্গেই অনুপমার অন্তরঙ্গতা। কাজের ফাঁকে হয়তো দু'দণ্ড আলাপ করে তাদের সঙ্গে। কখনও বা বেড়াতে যায় নদীর ধার দিয়ে—হাসে, কথা বলে।

এই ঘনিষ্ঠতাকেই হয়তো ভুল বুঝলো জ্যোতির্ময়। মনে মনে স্বপ্ন গড়ছিলো সে অনুপমাকে ঘিরে। হঠাৎ একদিন উচ্ছ্বাসের বসে অনুপমার ইজ্জতে হাত বাড়ালো।

রূঢ় ভৎর্সনায় সে অপমানের জবাব দিলো অনুপমা।

বাঘের সঙ্গে ঝগড়া করে.....

তারপরই হঠাৎ একদিন দেখা গেল আগের মতই পিঠে ছেলে বেঁধে কাজ ক'রতে

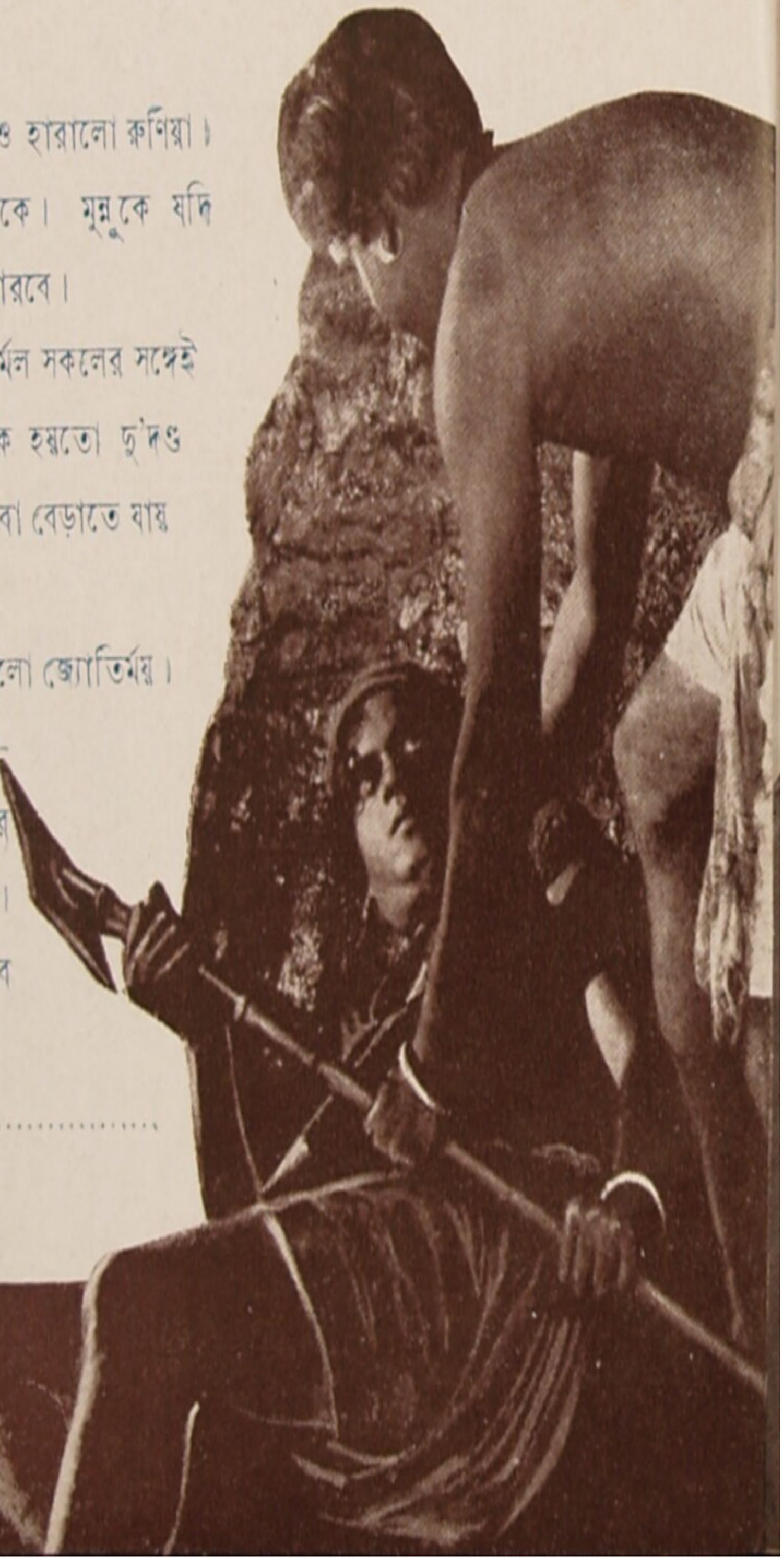

এসেছে রেজার দল। বলছে ঃ আমাদের ছেইল্যা কি ছেইল্যা লয়! হুই দিদিমণি আর খীষ্টানের বিটি খালি লিজের মেয়েকে দেখ্‌বেক আমাদের বেটা-বিটি কেঁদে গড়াগড়ি যাবে তো তবু কেউ লজর দিবে নাই—ই কেমন বিচার!

শুনে হাসলো অনেকে। দু'দণ্ড রয়ে বসে গল্প করার সময় পায় না যে, সে নাকি ছেলেগুলোকে আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়ায়। না খেতে পেয়ে কাঁদতে থাকলে, ওদের নাকি ভীষণ মারধোর করে!

সকলেই বুঝলো এ সব বলার পিছনে কে আছে। কিন্তু উপায় নেই ঃ অনুভূতি যাদের আছে, শক্তি নেই তাদের।

উপায় নেই ম্যানেজারের। একদিন কাজ বন্ধ থাকলে টিপ্‌লার জমে যাবে—আঠারোটা ওয়াগন ফিরে যাবে……। তাই অনুপমাকে ডেকে ম্যানেজার হুকুম দিলেন ঃ তোমার মেয়ের জন্য বেবী-ক্রেশ নয়। এখানে কাজ করতে হলে ওকে রেখে আসতে হবে কোয়ার্টারে।

দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো অনুপমার। কোথায় রাখবে সে মুন্নুকে। স্বামী যে তার অসুস্থ, প্যারালিসিসে অবশ-অঙ্গ।

বন্ধুর অভাব নেই অনুপমার। পাদের কেরাণী নির্মল, ইঞ্জিনিয়ার মুখার্জী, সকলেই বললে কাজে যাবার সময়ে কিংবা, যে যখন দুপুরে সময় পাবে গিয়ে দেখে আসবে মুন্নুকে।

খুশীতে ভরে উঠলো অনুপমা। চোখে আঁচল বুলিয়ে বললে: জানতাম!

বেবী-ক্রেশে রুণিয়াকে নিয়ে, অন্য ছেলে-মেয়েগুলোকে নিয়েই সময় কাটে অনুপমার। কর্ত্তব্য আর হৃদয়ের টান—এ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কর্ত্তব্যকেই বেছে নিতে হ'ল।

দিন যায়।—

প্রতি দিন নির্মল কিংবা মুখার্জী, বৈরাগী কিংবা সোমরা গিয়ে খোঁজ খবর নেয় মুন্নুর, অনুপমার স্বামীর।

এমনি নিত্য দিনের রীতির মাঝে হঠাৎ একদিন যতি পড়লো। দুপুরে খোঁজ নিতে গিয়ে মুখার্জী দেখলে কপাট খোলা—মুন্নু নেই।

অনুপমার স্বামী কি যেন বলতে চাইলেন, পারলেন না। হাত তুলতে গিয়ে নামিয়ে নিলেন আবার। শুধু দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো তাঁর।

চিৎকার করে মুখার্জী ডাকলো মুন্নু মুন্নু !

কেউ সাড়া দিলো না, খুশির হাসি হেসে।

সারা ঘর খোঁজা হ'ল, বাইরেও। কিন্তু কোথাও মুন্নুকে পাওয়া গেল না।

কোথায় গেল মুন্নু ?

# সঙ্গীতাংশ

( ১ )

কালামাটির জাদুতে লো শরীর হ'ল কালা
ঘুমানো আগুনে তার দিলেক শত জ্বালা ॥

রাঙা চোখে সুরুষ তাকায় বাতাস পোড়ায় ওই লো
পায়ের নীচে বালু জলে ক্যামনে শীতল হই লো ॥

সাঝের কালি থরো থরো ঘরকে ফিরে যাই লো
পথের সারা হবেক শুধু দুখের সারা নাই লো ॥

এলো খোঁপায় দিবেক না লো রাঙা পলাশ ফুল
দুখের কালোয় মলিন হয়ে সে ফুল হবেক ভুল ॥

( ২ )

আমি চিরদিন যারে ভালবাসি তারে
ভুলিবো কেমনে।
সে হাসালে হাসি, কাঁদালে সে কাঁদি,
পুলকে বেদনে
ওরে, সে বিনা আমার আপন বলিতে
কেহ নাই এ ভুবনে
তাই, আমি ভালোবাসি বঁধুরে, বঁধুয়া
ভালোবাসে জনে জনে ॥

সে যে নয়নের দিঠি, নিশাসের বায়ু
হিয়া মাঝে মম প্রাণ,
আমি, তাহারি শরণে, তাহারি চরণে,
আমারে করেছি দান ॥

কতো দিন হায় বহিয়া গেল যে
কতো নিশি অবসান,
শুধু, তারি পথ চাহি নয়নের জল
ভুলিল না অভিমান ॥

( ৩ )

আয় তোরা, আয় তোরা, সঙ্গে কে যাবি রে
স্বপ্নে-দেখা সেই আলোর দেশে।
এই বেলা হাত মেলা, বন্ধু যে পাবিরে
সাত ভাই চম্পা ডাকছে হেসে॥

সবাই আপন হ'লি সবার যখন,
ভয় কি, তোদের বাধা কিসের তখন,
ভুল-ভরা এই ধরা মানবে তোর দাবী রে
কান্না-ভোলা এই পথের শেষে॥

তোর মুখে আজ সুখে ফুটুক হাসি,
প্রাণ ভ'রে তান ধ'রে বাজুক বাঁশি ;
মাটির আশিস্ ওরে মায়ের মতন
ছোঁয়াক্ তোদের মনে পরশ-রতন,
তোর কাছে আজ আছে স্বর্গেরি চাবিরে
খুলবি তারি দ্বার এক নিমেষে।

( ৪ )

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীত সুধারসে এসো॥

কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো॥

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ, রাজসমারোহে এসো।

বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়,
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো।

( ৫ )

আকাশ ডাকে, "শূন্যে পাখা দাও মেলে"
পাহাড় বলে, "ছোট্ট নদী বোনটি আমার
কেমন ক'রে একলা তারে যাই ফেলে।"

দুষ্টুমি তার হয় যে সুরু ভোর থেকে,
তাই আমি চাই চোখে চোখে দিই রেখে ;
পালিয়ে যাবে কখন কিসের খোঁজ পেলে,
কেমন করে একলা তারে যাই ফেলে॥

হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে বলে শাল-পিয়াল,
"ঠিক বলেছ হঠাৎ যে তার হয় খেয়াল,
দোষ করেছে, বলতে কিছু চাইবো যেই,
মিষ্টি হেসে ভুলিয়ে দিয়ে অমনি সেই,
দেখি আপন মনে তখন যায় ( সে ) খেলে।"

প্রধান ভূমিকায় ঃ **অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়**

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ অসিতবরণ, নমিতা, তপতী, মানসী, জীবেন, ভানু, অনুপকুমার, জহর, অনিল, দিলীপ, দেবী, রবীন, রসরাজ, শৈলেন, রথীন, সুরেন, মলয়, ব্যোমকেশ, শিবু, উইলিয়ম বার্ক, আভা, অনিতা, ছবি ও বুলা

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা ঃ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( টাম্ পিকচার্স, ১৭৯ বহুতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩), অলঙ্করণঃ শিল্পী সিদ্ধেশ্বর মিত্র ॥ মুদ্রণ ঃ নবশক্তি প্রেস, কলিকাতা-১৪